দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 21 AUG 2016 ...
পৃষ্ঠা ১৬ ... কলাম ১ ...

কাশ্মিরে প্রহারে শিক্ষক নিহতের কথা স্বীকার সেনাবাহিনীর

ঘটনা তদন্তের নির্দেশ, পুলিশের হত্যা মামলা

■ এনডিটিভি

কাশ্মিরে বিক্ষোভের মধ্য দিয়েই সেনাবাহিনী স্বীকার করেছে যে, শ্রীনগরের একটি গ্রামে অভিযানকালে তাদের সৈন্যদের হাতে এক স্কুল শিক্ষক নিহত হয়েছে। একে 'অহেতুক' উল্লেখ করে 'অগ্রহণযোগ্য' বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

নিহতের নাম শাবির আহমেদ মংগু (৩২)। তিনি একটি সরকারি স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। শ্রীনগর থেকে ৪০ কিমি. দূরে বুধবার রাতে খিরিউ নামক স্থানে শাবির এবং আরো কয়েকজনকে সৈন্যরা বেধড়ক পেটায়। এতে এক পর্যায়ে মারা যান ওই শিক্ষক। তার পরিবার থেকে বলা হয়েছে, সৈন্যরা বিক্ষোভকারীদের খোঁজার নাম করে ঘরে ঘরে তল্লাশি চালায় এবং শিবিরকে নির্দয়ভাবে পেটায়। এ নিয়ে কাশ্মিরের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ মিছিল হয়েছে। এমনিতেই গত ৮ জুলাই হিজবুল মুজাহিদিনের কমান্ডার বুরহান ওয়ানি নিহত হওয়ার পর উত্তপ্ত হতে থাকে কাশ্মির। তারওপর ওই শিক্ষককে পিটিয়ে হত্যার ঘটনা পরিস্থিতিকে আরো নাজুক করে। নর্দার্ন আর্মি কমান্ডার লে. জেনারেল ডি এস হুদা গত শুক্রবার বলেন, যে অভিযান চালানো হয়েছে, তার কোনো অনুমোদন ছিল না। বিস্তারিত ঘটনা জানানোর জন্য তিনি সংশ্লিষ্টকে নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, যেভাবে ওই ব্যক্তিকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে, তা কোনোক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়। কেউ এ ধরনের বিষয় সমর্থন করতে পারে না। এ ঘটনায় তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। সেইসঙ্গে জনগণকে শান্ত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি আরো বলেন, এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে যদি বিচ্ছিন্নতাবাদীদের প্ররোচিত করা হয়, তবে তা মেনে নেওয়া হবে না।

এদিকে শিবিরের আত্মীয়-স্বজনরা জানিয়েছেন, ওইদিন সৈন্যরা তাদের পিটিয়েছে এবং জিনিসপত্র তছনছ করেছে। তারা ঘরের লোকদের ধাক্কাতে ধাক্কাতে ভিতরে নেয়। ছেলেদের ধরে বেধড়ক পেটায়। পুলিশ জানিয়েছে, সেদিনের ঘটনায় ৫০ জন গুরুতর আহত হয়েছে। স্থানীয়রা জানিয়েছেন অনেক বাড়িঘর অভিযানকালে ভাঙচুর করা হয়েছে। পুলিশ এ ব্যাপারে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেছে।